সংবাদ

তারিখ ...... 5 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে পলিটেকনিক শিক্ষা কার্যক্রম পৃথক করা সময়ের দাবি

মো. আবুল হাসান ও খন রঞ্জন রায়

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরা একবার মাত্র রেফার্ড পরীক্ষা দিতে পারবে।- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এমন ঘোষণার সংবাদ শুনে নতুন আদেশ বাতিলের দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫ দিন সারাদেশের পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও হামলার ঘটনা ঘটায়। দেশের অন্তত ৩০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সড়ক অবরোধ করে যানবাহন ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ঘটে। এসব ঘটনায় কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, শেরপুর, কক্সবাজার, কাপ্তাই, টাঙ্গাইল, খুলনা, নরসিংদীতে ছাত্র-শিক্ষক পুলিশ পথচারীসহ প্রায় ৭শ' আহত হয়। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে অন্তত ৫০ জনকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদের বেপরোয়া আন্দোলনের ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আসবাবপত্র মূল্যবান যন্ত্রপাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেক পলিটেকনিকের পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। কিছু কিছু ইনস্টিটিউট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। পুরনো নীতিমালা অনুযায়ী একজন ছাত্র আট পর্বের অধ্যয়নকালে যে কোন পর্বের অকৃতকার্য বিষয়ে পরবর্তী পর্বে গিয়ে পরীক্ষা দেয়ার বিধান ছিল।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা একবার মাত্র রেফার্ড পরীক্ষা দিতে পারবে শুধু এই আদেশ বাতিলের জন্য হঠাৎ করে একদিনেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি। লেখাপড়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটা, জেল জুলুম নির্যাতনের পথ স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দীর্ঘদিনের সীমাহীন অপচয়, লুটতরাজ, দুর্নীতি, নিস্পৃহতা, নীরবতা, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ব্যর্থতার কারণেই শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়। দেশে দীর্ঘ সময় জরুরি অবস্থা বহাল থাকার পর নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে কিছুদিন হয়। দেশের সার্বিক অবস্থা এখনও এলোমেলো। এরই মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এই হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে, পলিটেকনিক শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে অর্থনীতি, রাজনীতিতে পড়ে। দৈনিক সংবাদপত্র ও আকাশ মিডিয়ার বদৌলতে বহির্বিশ্বে নতুন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে স্বাধীনতার ৩৮ বছর পেরিয়ে গেলেও স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি কর্মমুখী ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের, লেখাপড়া তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে, রেফার্ড নিয়ে তাদের এতটা দুশ্চিন্তার সুযোগ থাকত না।

উন্নত বিশ্বে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৬০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকার পরও কোন ছাত্রছাত্রী কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে জবাবদিহি করতে হয়। (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ক্যাডেট কলেজ ও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মতো) বিশ্বের সব দেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা পাসের হার শতভাগ, একমাত্র বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম।

১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এক সামরিক আদেশ বলে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১ মাস/ ২ মাস/ ৩ মাস/ ৬ মাস/ ১ বছর/ ২ বছর/ ৩ বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্স, এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি ভোকেশনাল ১ বছর/২ বছর/৩ বছর/ ৪ বছর মেয়াদি নিয়মিত ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হয়। এতসব ট্রেড কোর্সে ভোকেশনাল ও ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক মানের ডিপ্লোমা কোর্সের কারিকুলাম ও শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এর প্রভাব পড়েছে। বিশ্বের যত নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সবই বেসরকারি বিদ্যোৎসাহীদের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর সুবাদে এ পর্যন্ত শতাধিক ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন সমাজপতিরা। পৃথিবীর সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্মাণ করা হয় শহর-উপশহরে। মেধাবী ও অভিজাত শ্রেণীর সন্তানরা এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয় তৃণমূলে। কম মেধাবী ও সুবিধা বঞ্চিতরা বাড়িতে বসে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ এলাকায় শিল্প, খামার, হাসপাতাল গড়ে তোলে। ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদগণ দুর্গম এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের বাহক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সুনিপুণ ব্যবস্থা বিশ্বের সব দেশের কোল্ড ড্রিংকস, মিনারেল ওয়াটারের বোতলের মুখের ছিপি একই ব্যাসার্ধে তৈরি করে মান নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে। Europeari Union ভুক্ত ২১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ হাজার ১২৮টি কলেজ, ১৮ হাজার ৪১২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করার ফলে যে কোন ছাত্র তার সুবিধাজনক স্থানে গিয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে ভর্তি হয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করতে পারছেন।

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ডের মান নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসম্মানজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদের ডিপ্লোমা সনদের মান নিয়ে দেশ-বিদেশে বিপাকে পড়েছেন ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারীরা। অনেক ছাত্রছাত্রী ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের দেয়া ডিপ্লোমা ডিগ্রির সম্মান কি হবে তা নিয়ে বিপাকে পড়ে। ২০০৫ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৯টি দেশের সমন্বয়ে ম্যানিলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এশিয়া প্যাসিফিক এক্রিডিটেশন সার্টিফিকেট কাউন্সিল (আপাক) জন্ম হয়। আপাক অনুমোদন প্রাপ্ত ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্তরা আপাক অন্তর্ভুক্ত ২৯টি দেশে সহজেই চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সরকারি/বেসরকারি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট আপাকের সদস্য হতে পারেনি। এতে উচ্চ বেতন প্রযুক্তিতে চাকরির বাজার বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে: অভ্যন্তরীণভাবেও বাংলাদেশ হয়েছে প্রযুক্তিগত দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ছোট ছেলে (LITTLE BOY), মোটা মানুষ (FAT MAN) নামক পারমাণবিক বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানকে পুনর্গঠনে সম্রাট হিরোহিতোসহ তৎকালীন জাপানের কর্ণধাররা এক গ্রাম এক পণ্য রপ্তানি নীতি গ্রহণ করে পণ্য ভিত্তিক ডিপ্লোমা শিক্ষানীতি পরিচালনা শুরু করেছিলেন। যেখানে হাইস্কুল আছে তারই পার্শ্বে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করে বিশ্ব অর্থনীতি শাসন করেছে জাপান। বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে এর প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি দেশই জাপানকে অনুসরণ করে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা নীতিকে ঢেলে সাজায়। সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড, ভারতে শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী ডিপ্লোমা শিক্ষার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করছে। আইএলও তথ্য মতে, ভারতে ১০০ জন শিক্ষিতের মধ্যে কর্মে যোগদান করেন ৫৬ জন, বেকার থাকেন ৪৪ জন। বাংলাদেশে কর্মে যোগদান করেন ৩ জন বেকার থাকেন ৯৭ জন।

অনেক দেশেই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বাস্তবায়নে প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা কোর্স চালু করছে। প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি করে স্বল্প সময়ে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করছেন। বাংলাদেশের দ্বিগুণ ৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশ আমেরিকা ৮ হাজার ৪৭০টি বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা কোর্স চালুর মাধ্যমে বিশ্ব মোড়লগিরি করছে। ভারতে ৪ হাজার ২১২টি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে পরিচালনার কারণে নতুন পরাশক্তি হিসেবে নিজের আবির্ভাব ঘটাচ্ছে।

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কৃষি, কারিগরি, টেক্সটাইল, মেরিন, বন, ৫টি শাখার ৩টিবয়েক কোর্স পরিচালনা করছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান সরকারের প্রতিষ্ঠিত ২১২টি ইনস্টিটিউট বন্ধ করে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। জুট টেকনোলজি, ভেটেরিনারি টেকনোলজি, মৎস্য টেকনোলজি, টেক্সটাইল টেকনোলজি, লেদার টেকনোলজির মতো গুরুত্বপূর্ণ কোর্স বন্ধ করে দেশ শিল্পহীন করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

প্রশাসনিক ৭টি বিভাগে (প্রস্তাবিক রংপুরসহ) স্বতন্ত্র ৭টি কর্মমুখী ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হলে বোর্ড প্রতিবছর কমপক্ষে ১০টি করে নতুন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করলে বর্তমান মহাজোট সরকারের মেয়াদ ২০১৪ সালের মধ্যে ৭×১০×৫=৩৫০টি নতুন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা সম্ভব হবে। নবপ্রতিষ্ঠিত কোর্সগুলোর মধ্যে নিম্ন প্রযুক্তিগত এলুমিনিয়াম, মোবাইল, ফায়ার সার্ভিস, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, পর্যটন, খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও উত্তোলন ইত্যাদি। উচ্চ প্রযুক্তিগত মেরিন, বিদেশী ভাষা শিক্ষা, ইলেকট্রো মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট, কম্পিউটার মেকিং, ডেন্টাল হাইজিন, জেনারেটর, থটোস্ট্যাট, শিপ মেকিং, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, নিউক্লিয়াস ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি কোর্স প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রযুক্তি উৎপাদনের কারণে দিন বদলে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সিংহভাগ পূরণ হবে।

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্বাচনে কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, গোড়ামি, নিন্দুক, মোনাফাখোরের পতন ঘটেছে। বিজয় অর্জিত হয়েছে প্রযুক্তির মাধ্যমে নয়া দিগন্ত সৃষ্টির। বিজয়ী দলের দিন বদলের নির্বাচনী ইশতেহারে আছে ভিশন ২০২১। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী ইশতেহার প্রতিটি দফায় রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্পর্শে। যার মূলনীতি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ ছাড়া এই বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। ২০১৪ সালে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শহর উপ-শহরের অলিতে গলিতে, হাওর, বাওড়, সাগর দ্বীপ, উপকূল, বরেন্দ্র, পাহাড়, সীমান্তের প্রতিটি গ্রামগঞ্জে একাধিক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ভেটেরিনারি প্রযুক্তিবিদ, ফিসারিজ প্রযুক্তিবিদ, টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ, মেরিন প্রযুক্তিবিদ, ডিপ্লোমা নার্সিং, মেডিকেল এসিসটেন্ট, ডিপ্লোমা ডেন্টাল, ডিপ্লোমা শিক্ষক ও ডিপ্লোমা জার্নালিস্ট উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন হবে।

১০টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রতি বছর গড়ে ৯ লাখ তরুণ-তরুণী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস, ব্যানবেইস-এর তথ্য মতে সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজে রয়েছে ২ হাজার ৭৯৪টি ও এগুলোতে আসন রয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। এসএসসি পাস ৫ লক্ষাধিক ছেলেমেয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির কোন ব্যবস্থা নেই। স্বল্প মেধা, অভিভাবকদের দরিদ্রতা ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সীমিত আসনের কারণে প্রতিবছর ৫ লক্ষাধিক যুবকের জীবন বিনষ্ট হয়। এদের ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দিতে পারলে তারাও অন্য দশজনের মতো পরিবার, সমাজ দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারত। অসহায় বিপথগামী তরুণদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিদেশমুখী কর্মসংস্থানের দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর উপযুক্ত সময় এখন।

১৩ মার্চ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিয়ানীবাজার উপজেলায় তিনপাড়া ইউনিয়নে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্বের সমসাময়িক শিক্ষার মান থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি বলে মন্তব্য করেন। বর্তমানে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি আধুনিক বাস্তবসম্মত প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে। যে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান আয়ত্ত করে শিক্ষার্থী বা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ঝরেপড়া ছেলেমেয়ের ভর্তি সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান, বিদেশে শ্রমবাজার ধরে রাখা এবং সম্প্রসারণের নিমিত্তে প্রতিটি উপজেলায় একাধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কৃষি ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট, মৎস্য ইনস্টিটিউট, আমিনশিপ ইনস্টিটিউট, মেডিকেল স্কুল, ডেন্টাল স্কুল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জার্নালিজম ইনস্টিটিউট নির্মাণ করতে হবে। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে এতগুলো ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক বিভাগে স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে তৃণমূলে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের নপুংসতার অবসান ঘটিয়ে সম্মিলিত ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমে জনসম্পদ তৈরির পরিকল্পনায় বস্তুনিষ্ঠ অর্থেই ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।